M2C (Message to Commissioner)

স্লোগান :

"M2C: A Window of Smart Policing"

ভিশন-১ :

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত রুপকল্প ২০৪১ অনুযায়ী স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রত্যয়ে ডিএমপির সার্ভিসসমূহ সহজীকরণ এবং দ্রুত স্মার্ট পুলিশিং সেবা প্রদান।

মিশনসমূহ :

১) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সেবাসমূহ সহজীকরণ এবং দ্রুত সেবা নিশ্চিত করা।

২) ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে সিটিজেন চার্টারে অন্তর্ভুক্ত সেবাসমূহ মানুষের দোর গোড়ায় পৌঁছে দেয়া।

৩) ঢাকা মেট্রেপলিটন এলাকাধীন নাগরিকদের সাথে কমিশনার মহোদয়ের সেতুবন্ধন রচনা করা।

৪) স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে জনগণকে সবোর্চ্চ সেবা প্রদানের প্রাতিশ্রুতি বাস্তবায়নে শক্তিশালী অনলাইন অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (Grievance Redress System - GRS) কার্যকর করা।

৫) জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goal–SDG 2030) মোতাবেক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতপূর্বক সকল নাগরিকের জন্য সমান পুলিশি সেবা নিশ্চিত করা।

কার্যপরিধি :

১) ঢাকা মেট্রেপলিটন এলাকাধীন নাগরিককে পুলিশি সেবা সংক্রান্তে যে কোন সমস্যা, অভিযোগ জানানো ও পরামর্শ গ্রহনের জন্য সরাসরি M2C নির্ধারিত সহজে স্মরণযোগ্য সিটিজেন নাম্বারে SMS অথবা Whatsapp এর মাধ্যমে বার্তা প্রেরন করতে পারবেন।

২) ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকাধীন নাগরিকগণ আমলযোগ্য অপরাধ (Cognizable) সম্পর্কিত যে কোন তথ্য M2C সেলে বার্তার মাধ্যমে জানাতে পারবে।

৩) M2C সেলে অপরাধ সম্পর্কিত আগাম তথ্য (Criminal Intelligence) প্রদান করে সম্মানিত নাগরিকগণ অপরাধ প্রতিরোধে ভূমিকা পালন করতে পারবেন।

৪) সম্মানিত নাগরিকগণ সামাজিক অপসংস্কৃতি (যেমন- বাল্যবিবাহ, যৌতুক) ও অপরাধ (যেমন- কিশোর অপরাধ) সম্পর্কে M2C সেলে বার্তা প্রদানের মাধ্যমে কমিউনিটি পুলিশিং এ কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

৫) M2C সেলে বার্তা প্রদান করলে তাৎক্ষনিক ফিরতি একটি প্রাপ্তি স্বীকার মেসেজ পাবেন এবং তার অভিযোগের ভিত্তিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরবর্তী কার্যক্রম শুরু হবে।

৬) অভিযোগ প্রাপ্তির পর M2C সেলের দক্ষ ও অভিজ্ঞ অপারেটরগণ সংশ্লিষ্ট নাগরিকদের সুচিন্তিত আইনি সেবা/পরামর্শ বার্তা আকারে প্রেরণ করবেন। যদি বিষয়টি থানায় জিডি অথবা মামলাযোগ্য

হয় তবে সাহায্য প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট থানায় রেফার করে, থানায় যাওয়ার পরামর্শ প্রদান করা হবে। সংশ্লিষ্ট রেফারেন্সটি উক্ত থানার অফিসার ইনচার্জ এর নিকট স্বয়ংক্রিয়ভাবে অগ্রগামী করা হবে।

৭) ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকাধীন নাগরিকগণ বার্তা প্রদানের পাশাপাশি Whatsapp এর মাধ্যমে অডিও বার্তা অথবা সংঘটিত আইন-শৃঙ্খলা পরিপন্থি কোন ভিডিও আপলোড দিতে পারবেন M2C সেল অডিও বার্তা/ভিডিও যাচাই-বাছাইপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে।

প্রশিক্ষণ :

১) যে সকল সদস্যগণ M2C সেলের গর্বিত সদস্য হতে চায় তাদেরকে অবশ্যই ট্রেনিং শাখায় নির্ধারিত মডিউল মোতাবেক ট্রেনিং সম্পন্ন করতে হবে।

২) M2C সেলে কাজ করতে আগ্রহী সদস্যগণ নিম্নলিখিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেনঃ-

i. Maintain Computer System
ii. Prepare Word Documents and Spreadsheets
iii. Prepare Presentation
iv. Prepare In-page documents
v. Manage e-mail/ internet
vi. Manage Information System
vii. Special Training on " M2C(Message to Commissioner)"

৩) দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান থাকবে।

ব্র্যান্ডিং :

১) M2C সার্ভিসটি সকল শ্রেনীর মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেবার জন্য সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধি নিয়ে একটি জাঁকজমকপূর্ণ উদ্বোধন।

২) M2C সম্পর্কিত ২-৩ মিনিটের একটি "Promo Video" প্রস্তুতকরণ এবং তা সোশ্যাল মিডিয়ায় বাংলাদেশ পুলিশ ও ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ফেসবুক পেজে প্রচার ।

৩) M2C সম্পর্কিত একটি SOP প্রস্তুত এবং SOP টি পুস্তক আকারে সকল ইউনিট এবং জনসাধারনকে প্রদান।

৪) বিট পুলিশিং সভাসমূহ M2C সেলের সেবা গ্রহণের পদ্ধতি সম্পর্কে ব্রিফিং এর ব্যবস্থাকরণ।

৫) M2C সেলের মাধ্যমে বাস্তবে সেবা গ্রহণ করে উপকৃত জনগোষ্ঠীকে নিয়ে শর্ট ভিডিও ফিল্ম "M2Cঃ সাফল্যগাঁথা" প্রস্তুত এবং তা প্রচারনার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

ক্রাইম ডাটা অ্যানালাইসিস :

১) M2C সেলের সার্ভারের সংরক্ষিত তথ্য থেকে এলাকাভিত্তিক Crime Chart প্রস্তুত করা সম্ভব হবে।

২) কোন নির্দিষ্ট অপরাধভিত্তিক এলাকাকে সুনিদিষ্টভাবে চিহ্নিত করা।

৩) কোন থানায় কোন অপরাধ বেশি সংঘটিত হয় তার " Pen Picture" উপস্থাপন করা সম্ভব হবে।

৪) ডিএমপির বিভিন্ন এলাকার Crime Pattern Analysis এবং তা বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যৎ অপরাধ প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

৫) সার্ভারে সংরক্ষিত তথ্য বিশ্লেষন পূর্বক AI (Artificial Intelligence) ব্যবহার করে একটি "Smart Crime Management System " গড়ে তোলা সম্ভব হবে ।

অভিনবত্ব :

১) M2C সেলে নিকট ভবিষ্যতে ওয়ারলেস সিস্টেম চালু করা হবে যার মাধ্যমে অপারেটরগণ নিকটবর্তী পেট্রোল পার্টিকে সরাসরি ভুক্তভোগীর সমস্যা সম্পর্কে জানিয়ে দেয়া সম্ভব হবে এবং Quick Response নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

২) M2C সেলের সাথে রেজিস্টার্ড সীম এবং NID API Integration করা হবে যার মাধ্যমে সাহায্যপ্রার্থীর পূর্ণাঙ্গ তথ্য জানা সম্ভব হবে।

৩) M2C সেলে সাহায্যপ্রার্থীর LRL (Last Radio Location) M2C মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং তার সর্বশেষ অবস্থান নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

৪) GPS (Global Positioning System) এর মাধ্যমে সেবাপ্রত্যাশীর অবস্থান নির্ণয় পূর্বক তাকে দ্রুত সেবা পৌঁছে দেয়া সম্ভব হবে।

বিবিধ :

১) প্রবাসীগণ M2C সেলে যোগাযোগ স্থাপন করলে তাদেরকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে "প্রবাসী লিগ্যাল সেলে" রেফার করা হবে।

২) শুধুমাত্র কম্পিউটারে দক্ষ এবং মেধাবী পুলিশ সদস্যগণ M2C সেলে কাজ করার সুযোগ পাবেন।

৩) M2C সেলে কর্মরত সদস্যদের কর্মকালকে গুরুত্ব বিবেচনায় পরবর্তী পদায়নের ক্ষেত্রে ধনাত্মক সূচক হিসেবে বিবেচিত হবে।